

পবিত্র বাইবেল পরিচিতি ও পর্যালোচনা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ চতুর্থ অধ্যায় - ভুলভ্রান্তি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৪. ২. ২৫. মরা বীজ কি ফসল ফলায়?

যীশু বলেন: “আমি তোমাদেরকে সত্যিই বলছি, গমের বীজ মাটিতে পড়ে যদি না মরে তবে একটাই বীজ থাকে, কিন্তু যদি মরে তবে প্রচুর ফসল জন্মায়। (Except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone: but if it die, it bringeth forth much fruit)” (যোহন/ইউহোনা ১২/২৪, মো.-০৬)

বর্তমান বিজ্ঞান নিশ্চিত করেছে যে, যীশুর এ কথাটা ভুল। কোনো শস্য দানা মরে গেলে আর তা থেকে ফসল গজায় না। প্রচুর ফসল তো দূরের কথা একটা দানাও গজায় না। পক্ষান্তরে জীবিত বীজ মাটিতে পড়ে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মাটি, পানি ও আলো পেলে তা থেকে প্রচুর ফসল জন্মায়।

‘বাইবেলীয় ভুলভ্রান্তির একটা সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা’ (A Brief Survey of Biblical Errancy) গ্রন্থে স্কট বিডস্ট্রাপ (Scott Bidstrup) বলেন:

“How can it bring forth any fruit at all if it's dead? The Apologist's Explanation: The reference obviously doesn't make much sense unless one assigns unusual meanings to the word "die" and assumes it means ripened and dried. The fundamentalist claims that in the context of it being a parable, the technical detail of a dead seed bringing forth fruit makes sense. The Rational Explanation: The ancients believed that seeds were actually dead, not alive as we now know they are. But again, God should have known better if this is His word. If the fundamentalist's argument is correct, then Jesus' use of this analogy is a false one ("false premise" fallacy).”

“একটা বীজ মরে গেলে তা কোনো ফসল ফলায় কিভাবে? খ্রিষ্টান প্রচারকরা স্বীকার করেন যে, এ উক্তিটা বাস্তবেই অর্থহীন। তবে ‘মরা’ শব্দটার যদি কোনো অস্বাভাবিক ও অপ্রচলিত অর্থ গ্রহণ করা যায় তবে কথাটা অর্থবহ হতে পারে। যদি মনে করা হয় যে, ‘মরা’ বলতে পেকে যাওয়া ও শুকিয়ে যাওয়া বুঝানো হয় তবে কথাটা অর্থবহ হয়। মৌলবাদীরা দাবি করেন যে, দৃষ্টান্ত বর্ণনা করার প্রেক্ষাপটে মরা বীজের ফসল ফলানোর কথাটার প্রায়োগিক বিশ্লেষণ যুক্তিসঙ্গত।

যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যা হল, প্রাচীন যুগের মানুষেরা বিশ্বাস করত যে, ফসলের বীজ মাটিতে সত্যিই মরে যায়, সেটা আর বেঁচে থাকে না। বর্তমান যুগে আমরা যেমন জানি যে, সেটা বেঁচেই থাকে, সেরূপ তারা জানতেন না। কিন্তু এখানে পুনরায় বলতে হয় যে, এটা যদি ঈশ্বরের বাক্য হয় তবে ঈশ্বরের তো বিষয়টা ভালভাবে জানার কথা ছিল। মৌলবাদীদের যুক্তি সঠিক হলে, যীশুর এ উপমাটা ব্যবহারই ভুল। (উপমার সূত্র বা ভিত্তি ভুল হওয়ার বিভ্রান্তি)।”[1]

ফুটনোট

[1] <http://www.bidstrup.com/bible2.htm>

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=14187>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন